ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১০৭ ● কলকাতা ● ০৭ বৈশাখ, ১৪৩২ ● সোমবার ● ২১ এপ্রিল ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কোটি টাকা তছরূপে অভিযুক্ত বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতার!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নয়াদিল্লি: ক্ষমতার অব্যবহার করে দলীয় তহবিল নয়ছয়-সহ তোলাবাজির একাধিক অভিযোগ বঙ্গ বিজেপির এক শীর্ষ নেতার বিরুদ্ধে। দু'বছরে মধ্যে বিজেপির ওই নেতা নামে বেনামে কোটি কোটি টাকার বিপুল সম্পত্তি করেছেন বলে তথ্য দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ ও রাজ্যের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসলের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন দলেরই একাংশ।শীর্ষ

এরপর ৩ পাতায়

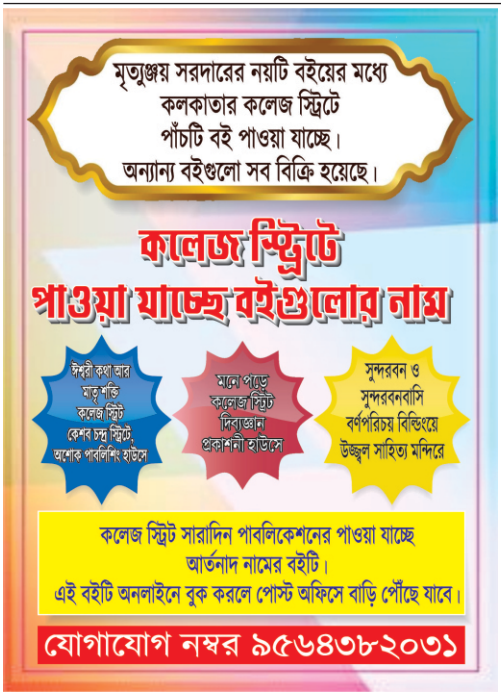

দৃষ্টি অবহেলা মোকাবেলায় লেন্সকার্ট ফ্রি লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

17 এপ্রিল 2025, ন্যাশনাল: উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভারতীয় এখনও পুরনো চশমার প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করে চলেছেন—নিজেদের ইচ্ছায় নয়, বরং লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রায়শই ব্যয়বহুল এবং অসুবিধাজনক বলে মনে করা হয়। তবে, চক্ষু স্বাস্থ্য পেশাদাররা সতর্ক করে দিয়েছেন যে লেন্স আপডেট স্থগিত করলে দীর্ঘস্থায়ী চোখের চাপ, মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পেতে পারে।

40 বছরের বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে, বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। অনেকেই প্রেসবায়োপিয়ায় আক্রান্ত হতে শুরু করেন- এটি একটি প্রাকৃতিক, বয়স-সম্পর্কিত অবস্থা যেখানে চোখের লেন্স ফ্লেক্সিবিলিটি হারায়, যার ফলে কাছের বস্তুগুলিতে ফোকাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। সংশোধন না করা হলে, প্রেসবায়োপিয়া দৈনন্দিন কর্মক্ষমতা এবং জীবনের মানকে সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

নতুন লেন্স এবং ফ্রেমের দাম বেশি হওয়ায় প্রেসক্রিপশন আপডেট পেতে প্রায়শই বিলম্ব হয়, যার দাম ₹1,500 থেকে ₹5,000 এরও বেশি হতে পারে। চোখের স্বাস্থ্যসেবার এই অবহেলিত সমস্যা সমাধানের জন্য, লেন্সকার্ট একটি ফ্রি লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করেছে - এটি লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় চোখের যত্নকে আরও সহজলভ্য করার জন্য ডিজাইন করা একটি প্রথম ধরণের উদ্যোগ। লেন্সকার্টের দেশব্যাপী 2000+ স্টোর জুড়ে উপলব্ধ, এই প্রোগ্রামটি প্রফেশনাল ফিটিং সহ মাত্র ₹199 টাকায় যেকোনো ব্র্যান্ডের ফ্রেমের জন্য ফ্রি রিপ্লেসমেন্ট লেন্স অফার করে।

গ্রাহকরা তাদের বর্তমান ফ্রেমগুলি নিয়ে যেকোনো লেন্সকার্ট স্টোরে যেতে পারেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে নতুন লেন্স পেতে পারেন। বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ধরণের লেন্সের বিকল্প পাওয়া যায়:

- বেসিক ভিশন কারেকশন
- স্ক্রিন ব্যবহারকারীদের জন্য ব্লু লাইট ফিল্টারিং লেন্স
- পরিবর্তিত আলোর অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া ফটোক্রোমিক লেন্স
- উন্নত দৃশ্যমান স্বচ্ছতার জন্য অ্যান্টি-গ্লেয়ার কোটিং

খরচ এবং সুবিধার বাধা দূর করে, এই উদ্যোগটি ভারতের চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান পূরণ করে। এটি আর্থিক চাপ ছাড়াই নিয়মিত প্রেসক্রিপশন আপডেটের মাধ্যমে চোখের স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করে।

এই প্রোগ্রামটি ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থী এবং কর্মরত পেশাদারদের মধ্যে পপুলার হয়ে উঠেছে, যারা প্রায়শই সাশ্রয়ী মূল্যের সমস্যার কারণে লেন্স রিপ্লেসমেন্ট বিলম্বিত করে। এখন, তারা এটিকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আপগ্রেডের জন্য একটি সহজ, সাশ্রয়ী মূল্যের সুযোগ হিসেবে দেখছে।

ভারত এক তীব্র দৃষ্টি স্বাস্থ্য সংকটের মুখোমুখি, যেখানে আনুমানিক 50% জনসংখ্যা প্রতিসরাঙ্ক ত্রুটির সাথে বসবাস করছে। উদ্বেগজনকভাবে, এর মধ্যে একটি বড় সংখ্যা হল শিশুদের। বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে প্রতিরোধযোগ্য অন্ধত্ব এবং দৃষ্টিশক্তি হ্রাস কমাতে প্রাথমিক সনাক্তকরণ এবং সময়মত চিকিৎসা অপরিহার্য।

ফ্রি লেন্স রিপ্লেসমেন্ট প্রোগ্রামের মাধ্যমে, লেন্সকার্ট চোখের যত্নের জন্য একটি কনসিউমার ফার্স্ট, প্রতিরোধমূলক পদ্ধতির প্রচার করছে, যা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য পরিষ্কার দৃষ্টি অর্জনকে আরও সহজ করে তুলছে।

রেলের জমি জবরদখল করে তৈরি ৩৬টি পার্টি অফিস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

শাসকদল থেকে শুরু করে বিরোধীদের একের পর এক পার্টি অফিস। সবমিলিয়ে রেলের সম্পত্তি দখল করে অবৈধভাবে ৩০টিরও বেশি পার্টি অফিস তৈরি হয়েছিল। সেই সমস্ত পার্টি অফিস অবিলম্বে সরানোর নির্দেশ দিল রেল। এই পার্টি অফিসগুলির মধ্যে যেমন রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস, তেমনি রয়েছে বিজেপি, কংগ্রেস এবং সিপিএমের পার্টি

এরপর ৫ পাতায়

ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে শিক্ষা ভবনের বার্ষিক সমাবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

রবিবার ডায়মণ্ড হারবার শিক্ষা ভবনের আমিন শিক্ষণ বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষা বর্ষের সমাবর্তন অনুষ্ঠান হলো ডায়মণ্ড হারবার ঋষি অরবিন্দ উদ্যানে। এদিন বর্তমান বর্ষের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। এই শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী ছড়িয়ে আছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। এদিন সকলে সমবেত হন।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সংস্থার সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী তপনকান্তি মণ্ডল। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জেলা ভূমি দপ্তরের সিনিয়র ড্রাফ্টসম্যান প্রণব নাহা, কান্দি ব্লকের রাজস্ব আধিকারিক অনির্বাণ কৃষ্ণ মল্লিক , শিক্ষক ও সমাজকর্মী শশাঙ্ক শেখর পুরকাইত প্রমুখ। শিক্ষা ভবনের কর্ণধর অয়ন মণ্ডল আমিন শিক্ষার নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করেন। প্রণব নাহা বলেন, আমিন শিক্ষা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি অংশ। এর ভাষা হলো ড্রয়িং। সততা ও নিরপেক্ষতার সঙ্গে কাজ করলে মানুষ কাছে আসবে। অর্থের পিছনে ছুটতে হবে না। শিক্ষার্থীদের অনেকেই তাদের শিক্ষা কালীন অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। শিক্ষকদের মধ্যে সৌনক চট্টোপাধ্যায়, দেবপ্রসাদ হালদার, বিশ্বরূপ চ্যাটার্জী, মিলন মণ্ডল, ডিরেক্টর সোমা মণ্ডল প্রমুখ আমিন শিক্ষা ও পেশাগত নানা দিক সবার জ্ঞাতার্থে আলোচনা করেন।

(১ম পাতার পর)

কোটি টাকা তছরূপে অভিযুক্ত বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতার!

নেতৃত্বকে পাঠান ইমেলটি ফাঁস হওয়ার পরেই তোপ দেগেছে তৃণমূল। কুণাল ঘোষের প্রতিক্রিয়া, "বিস্ফোরক দুর্নীতির অভিযোগ এটা। একজন ব্যক্তির দুই বছরে এত সম্পত্তি হয় কী করে? বিজেপির ভিতরেই এ নিয়ে ইমেল, অভিযোগ চালাচালি হচ্ছে। আর্থিক দুর্নীতির মামলায় যদি এক চ্যাটার্জি পদবির সাজা হয়, তাহলে আরেক চ্যাটার্জি পদবির বিরুদ্ধে কেন তদন্ত হবে না? যিনি প্রথম অভিযোগ করেছেন, তাঁকে আগে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হোক। আজ নাম বলিনি। কিন্তু প্রয়োজনে কাল নাম বলব।"মেল করে যে অভিযোগপত্রটি শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে দেওয়া হয়েছে সেটি ফাঁস হওয়ার পরেই বঙ্গ বিজেপির অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, "ভুয়ো বুথ দেখিয়ে, মিথ্যা কাঠামো দেখিয়ে তার বিনিময়ে টাকা নিয়েছে বিজেপির এক নেতা। সেই তথ্য, বুথের তালিকা, তার নাম সবটা ইমেল করে দলেরই একটা তরফে পাঠানো হয়েছে সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, সুনীল বনসল আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। যাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তিনি গুরুত্বপূর্ণ এক পদাধিকারী। তিনি পদ দিয়েছেন টাকার বিনিময়ে। তাতে বিপুল সম্পত্তি করেছেন। এই তথ্য ইডি, সিবিআইকে দেওয়া হোক। না হলে আমরা সেই তথ্য পাঠাবে। তার আগে এই তথ্য আমি ডিজি রাজীব কুমার আর সিআইডিকে পাঠাচ্ছি। যাঁর নামে এই অভিযোগ, বীরভূমে তিনি বিপুল সম্পত্তি করেছেন।"

গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেন চট্টোপাধ্যায় 'উপাধি'ধারী ওই বিজেপি নেতা। বীরভূমের একটি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এরপরেই আরএসএসের ঘনিষ্ঠ হওয়ায় দলের শীর্ষপদে বসান হয় তাঁকে। অভিযোগ, দলের চেয়ারে বসার পর থেকেই বিভিন্নভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে পুরনো নেতা-কর্মীদের উপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেন তিনি। রাজ্যস্তরে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ জমা পড়লেও কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি রাজ্য নেতৃত্ব। এবার ইমেল মারফত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে পাঠান অভিযোগপত্রটি ফাঁস হতেই মারাত্মক সব তথ্য প্রকাশ্যে আসে। যদিও তথ্যের সত্যতা যাচাই করেনি 'সংবাদ প্রতিদিন'। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণে যে সরকারি নথি অমিত শাহ ও জে পি নাড্ডাদের কাছে পাঠানো হয়েছে, তা মারাত্মক অভিযোগের প্রমাণ। অভিযোগে জানানো হয়েছে, গত দু'বছরে তিনি কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি করেছেন। সম্পত্তির অধিকাংশ বৃদ্ধ বাবা, মা, ভাই ও শ্যালিকার নামে। বেশিরভাগই আবার বীরভূমে। তবে কলকাতাতেও তিনি সম্পত্তি করেছেন বলে নথিতে প্রকাশ। অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে, নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা সরণিতে ৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্য দিয়ে শ্যালিকার নামে ফ্ল্যাট কিনেছেন। অভিযোগপত্রে লেখা হয়েছে, তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের আগে মা, বাবা, ভাই এবং শ্যালিকারা কোনও উল্লেখযোগ্য সম্পদের মালিক ছিলেন না। বিশ্ব বাংলা সরণির এক হাইরাইজ বিল্ডিংয়ে অষ্টম তলায় কয়েক কোটি টাকা মূল্যের একটি আচ্ছাদিত গ্যারেজ-সহ একটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন ওই বিজেপি নেতার শ্যালিকা।

তিনি অভিযোগ এড়াতে তিনি নিজের নামে সম্পত্তি কেনেননি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া, নির্বাচনের সময় পঞ্চায়েত, পৌরসভা, অথবা উপনির্বাচন যাই হোক না কেন তার দলের তরফে দায়িত্বে থাকা প্রভাবশালী কিছু জেলা সভাপতির সাথে যোগসাজশে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। গত ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় নির্বাচনী সহ-প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময় ভুয়া বুথ কমিটি দেখিয়ে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেন। অভিযোগ, বুথ প্রতি দলের তরফে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়। জেলা সভাপতি ও ক্লাস্টার ইনচার্জদের সঙ্গে যোগসাজশ করে লোকসভা পিছু অতিরিক্ত বুথ দেখিয়ে প্রায় ৫০ কোটি টাকা দলীয় তহবিল তছরুপ করেন। ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রদানের বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করে। ওই ব্যক্তি, উচ্চ পর্যায়ের কিছু অভিযোগে লেখা হয়েছে ওই নেতা রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছেন। তাঁদের মদতে রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্ত ওই নেতার বাড়বাড়ন্ত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি দলীয়স্তরে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন অভিযোগকারী।

জেনারেল কামরায় কলকাতামুখো মীনাক্ষীর গর্বিত বাবা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আসানসোল: ছাব্বিশে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বামেদের ব্রিগেডের দিকে নজর প্রায় সকলের। ব্রিগেডের মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন না 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তা শোনার পর থেকেই হতাশ বামেদের তরুণ তুর্কি। সেই সংশয়কে সঙ্গী করে কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের জেনারেল কামরায় চড়ে কলকাতামুখো মীনাক্ষীর বাবাও।উল্লেখ্য, এবার সরাসরি সিপিএমের ব্যানারে ব্রিগেড হচ্ছে না। এবারের আয়োজক দলের শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর সংগঠন। ফলে ব্রিগেডের সমাবেশের বক্তা তালিকায় রয়েছেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ছাড়াও অনাদি সাহু, নিরাপদ সর্দার, বন্যা টুডু, অমল হালদার ও সুখরঞ্জন দে প্রমুখ পার্টির শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নেতারা। দলের যুবনেত্রী ও সদ্য পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হওয়ায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে ব্রিগেডের বক্তা তালিকায় নাম দেওয়া হয়নি। যা কিছুটা হলেও হতাশ করছে বামেদের তরুণ ব্রিগেডকে।কুলটির চলবলপুর গ্রামের বাসিন্দা মীনাক্ষী। সেখানেই বেড়ে ওঠা। এই মুহূর্তে বাম যুব সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক এবং সিপিএমের সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য। ব্রিগেডে গ্রামের মেয়ের বক্তব্য শুনবেন বলে মুখিয়ে রয়েছেন

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

সরকার চাইলে দাঙ্গা হয়

বামেদের ব্রিগেড সমাবেশে মুর্শিদাবাদ কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুললেন মহম্মদ সেলিম। এদিন তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস, রাজ্যের প্রশাসনের মুরোদ নেই, এই দাঙ্গাবাজদের আটকাবে। তাঁর জন্য লাল ঝাণ্ডাকে মজবুত করতে হবে। ডাণ্ডাগুলিকে একটু মোটা করতে হবে। তবে আমরা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ভাষায় বলতে পারব, এরাজে যারা দাঙ্গা করতে আসবে, মাথা ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হবে।প্রদেশ কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাথরসে লোক পাঠাচ্ছে, মণিপুরে লোক পাঠাচ্ছে কিন্তু জঙ্গিপুরে লোক পাঠাচ্ছে না। সব ভোটের সময় মুসলমান মুসলমান হবে, ভোটের সময় হিন্দু হিন্দু হবে, আরে বিপদের সময় কোথায় তোমরা? এদিকে মুর্শিদাবাদের অশান্ত জায়গায় আপাতত মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। যদিও তাঁকে অশান্ত এলাকায় না যেতে অনুরোধ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি আবেদন করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে। দয়া করে কিছুদিন অপেক্ষা করুন।এটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই সাহস করতে পারেন না। দাঙ্গা কেন হয় ? এই বাংলার বুকে জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সরকার চাইলে দাঙ্গা হয়। আর সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না।'

এদিন তিনি শাসক দল ও গেরুয়া শিবিরকে একসঙ্গে আক্রমণ শানিয়েছেন। বলেছেন, 'বিজেপি-তৃণমূল খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে। মুর্শিদাবাদ, মালদায় যে ঘটনা ঘটল, রামনবমী-হনুমানজয়ন্তী করছে তৃণমূল-বিজেপি। বিজেপি-তৃণমূলের নেতারা প্রতিদিন নাটক করছে, ওদের স্ক্রিপ্ট লিখে দিয়েছেন মোহন ভাগবত। বিরোধী দলের নেতা তৃণমূলের সাজানো, আজ মহান সাজতে চাইছে বিরোধী দলের নেতা। প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমানকে লড়ানোর চেষ্টা করছে ঘৃণাভাষণের মাধ্যমে, কেন একটিও মামলা করলেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়', মুর্শিদাবাদে অশান্তি নিয়ে বিজেপি-তৃণমূলকে একযোগে আক্রমণ মহম্মদ সেলিমের।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে রণক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের নানা প্রান্ত! জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের গাড়ি! জঙ্গিপুরে আবার অশান্তির সময় পুলিশের দোকানে লুকিয়ে পড়ার ছবি সামনে আসায় জোর বিতর্ক তৈরি হয়। এই আবহেই বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দিয়ে রাজ্য সরকার জানাল। ৮ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জের উমরপুরে SDPO-র গ্লক পিস্তল ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। সেখানে ১০ রাউন্ড গুলি ছিল। জঙ্গিপুরের SDPO-র গাড়ি ও হাইওয়েতে টহলরত গাড়িতে আগুন লাগানো হয়। বিক্ষোভকারীরা হঠাৎ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তারা লাঠি, হাঁসুয়া, লোহার রড ও অন্য অস্ত্র নিয়ে হৎয়ার উদ্দেশে পুলিশের ওপর চড়াও হয়। ওয়াকফ আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সূতি ও সামশেরগঞ্জ। এবার এই দুটি থানা এলাকাতেই পুলিশের সাংগঠনিকস্তরে রদবদল করা হল। এতদিন এই দুই থানায় সাব ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার অফিসাররা ছিলেন OC। এবার সেই সূতি ও সামশেরগঞ্জ থানায় OC-র ওপর বসানো হল I C পদমর্যাদার অফিসারদের।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(চতুর্থ পর্ব)

গবেষণামূলক চরিত্র, আজ আমি বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে পড়ে নিজে যতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছে। সেটুকু আপনাদের সম্মুখে আমার কলমে পরিবেশন করছি।দেবী লক্ষ্মী হলেন সৌভাগ্য এবং শান্তির প্রতীক।তিনি হলেন ধনসম্পত্তি ও সমৃদ্ধির দেবী এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে তিনি ব্যাপকভাবে পূজিতা।ভারতবর্ষে অসংখ্য লক্ষ্মী দেবীর মন্দির রয়েছে।তাঁর সৌন্দর্য অতুলনীয়।দেবী লক্ষ্মী তাঁর ভক্তদের কেবলমাত্র ধন সম্পত্তি দিয়েই আশীর্বাদ করেন না তাদের আধ্যাত্মিকতাকে বাড়িয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

জেনারেল কামরায় কলকাতামুখো মীনাক্ষীর গর্বিত বাবা

স্থানীয় নেতাকর্মীরা। তবে চোখা চোখা বক্তব্যে ব্রিগেডের বাইশ গজে 'ক্যাপ্টেন' ঝড় তোলার সম্ভবত সুযোগ পাবেন না মীনাক্ষী। সংশয় থাকলেও রবিবার সকালে কুলটি, সীতারামপুর, বরাকর, আসানসোলের স্টেশন থেকে অগ্নিবীণা ও কোলফিল্ডে এক্সপ্রেসে কলকাতামুখী ছাত্র, যুব, শ্রমিক সংগঠনের সমর্থকরা।

তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মীনাক্ষীর বাবা মনোজ মুখোপাধ্যায়ও। আর পাঁচজনের মতো কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসের সাধারণ কামরায় চড়ে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। মীনাক্ষীর বাবা বর্তমানে এরিয়া কমিটির সদস্য। তিনি বলেন, "মেয়ের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। সে সকাল থেকে ব্রিগেডেই আছে। ভলান্টিয়ার সার্ভিসে ব্যস্ত।" মীনাক্ষী কি আদৌ ব্রিগেডের মঞ্চে বক্তব্য রাখবেন? তাঁর বাবা বলেন, "মীনাক্ষীর মঞ্চে থাকা, বক্তব্য রাখা সবটাই পার্টির সিদ্ধান্ত। পার্টির গঠনতন্ত্র এখানে যা বলবে তাই হবে।" তবে তাঁর সঙ্গে ট্রেনের কামরায় থাকা ব্রিগেডমুখী ছাত্রযুবরা আশাবাদী 'ক্যাপ্টেন' মীনাক্ষী নিশ্চয়ই বক্তব্য রাখবেন। সেই আশায় বুক বেঁধে কলকাতামুখী তাঁরা।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কোনও নারী-পুরুষের অত্যন্ত কষ্টকর মৃত্যুযোগ থাকলে ভগবান সূর্যপুত্র হরিণে চড়ে আসেন। দেহ থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয় সীমাহীন কষ্টভোগের মাধ্যমে।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

রেলের জমি জবরদখল করে তৈরি ৩৬টি পার্টি অফিস

অফিস। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের বাংলো খালি করার নির্দেশ দিয়েছে রেল। জানা যায়,প্রাক্তন সাংসদ দীর্ঘদিন ধরে রেলের ওই বাংলোয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাতেন। তবে তৃণমূলের তরফে তথ্য জানার অধিকার আইনে একটি আবেদনের ভিত্তিতে জানা যায়, দিলীপ ঘোষ অবৈধভাবে বাংলো ব্যবহার করছেন। তবে সেই বাংলো অবশ্য দিলীপবাবুর নামে বরাদ্দ ছিল না। এরপরই সেই বাংলো খালি করার নির্দেশ দেয় রেল। পরে বিজেপির তরফে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা তৃণমূলের অফিসগুলি নিয়ে তথ্য জানার অধিকার আইনে আবেদন জানানো হয়। বিষয়টি রেলের নজরে আসতেই পার্টি অফিসগুলি সরানোর নির্দেশ দেয় রেল।প্রসঙ্গত, অবৈধ নির্মাণ বা দখলদারি সরাতে নিয়মিত অভিযান চালায় রেল। সেই অভিযানের অংশ হিসেবে এই পার্টি অফিসগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খড়গপুর শহরে রেলের জমিতে গড়ে ওঠা এই পার্টি অফিসগুলিকে সরাতে বলা হয়েছে।

শুক্রবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়গপুর বিভাগের তরফে একটি প্রেস বিবৃতি জারি করে এ কথা জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৩৬টি পার্টি অফিস রেলের সম্পত্তি দখল করে বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার রাজনৈতিক দলগুলিকে পার্টি অফিস সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। এর জন্য ১৫ দিন সময় দিয়েছে রেল। বলা হয়েছে, ১৫ দিনের মধ্যে সমস্ত পার্টি অফিস সরিয়ে ফেলতে হবে নাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, যে ৩৬টি পার্টি অফিস তৈরি হয়েছে তার মধ্যে তৃণমূলের ২১টি, বিজেপির ১২টি, কংগ্রেসের ২টি এবং সিপিএমের একটি পার্টি অফিস রয়েছে। এই সমস্ত পার্টি অফিসগুলি রেলের জমি জবরদখল করে রেলওয়ে কলোনি এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল। তাই সেগুলি সরিয়ে নিতে বলা হয়েছে। যদিও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, এখনও তাঁরা নোটিশ পাননি। নোটিশ পেলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে জানা যাচ্ছে, ওই এলাকায় রাজনৈতিক দলের বহু পার্টি অফিস রয়েছে। কোনও কোনও পার্টি অফিস আবার অনেক পুরনো। বিজেপি নেতাদের বক্তব্য, রেল নিজেদের সম্পত্তি খালি করছে। এতে বাধা দেওয়ার কিছু নেই।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

সাইবার সতর্কতা

সাইবার জালিয়াতি প্রতিরোধের উপায়

ভেবে চিন্তে ক্লিক করুন
যেকোনো মেসেজ, ফোন কল বা ইমেল যা আপনাকে আপনার ব্যাঙ্ক একাউন্ট নম্বর, পাসওয়ার্ড, আধার নম্বর, সি.ভি.ভি নম্বর, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড নম্বরগুলি দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করে, তা থেকে সাবধান হওয়া উচিৎ।

জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
সমস্ত অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের জন্য আলাদা এবং জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। পাসওয়ার্ড মাল্টি ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (MFA) -এর সাথে সুরক্ষিত রাখুন।

সফ্টওয়্যার আপডেট রাখুন
সুরক্ষিত থাকতে সর্বদা আপনার মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট এবং ল্যাপটপের অপারেটিং সিস্টেম নিয়মিত আপডেট রাখুন।

Wi-Fi নিরাপত্তা
Wi-Fi সর্বদা পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখুন, এক্ষেত্রে WPA3 সক্ষম জটিল পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন। রাউটার ফার্মওয়্যার নিয়মিত আপডেট রাখুন।

সাইবার অপরাধ নথিভুক্ত করতে লগ অন করুন www.cybercrime.gov.in - এ অথবা আরও জানতে কল করুন ১৯৩০ নম্বরে

সতর্ক থাকুন, নিরাপদে থাকুন
সি.আই.ডি. পশ্চিমবঙ্গ

বিজেপির মিছিল আটকাল পুলিশ, 'লাঠিচার্জ করে কোনও পুলিশ বাঁচতে পারেনি', গর্জে উঠলেন সুকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

নিয়োগ দুর্নীতি, মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে তপ্ত বালুরঘাট। বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের মিছিল আটকাল পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে ব্যাপক ধস্তাধস্তি বিজেপি কর্মীদের। ভেঙে ফেলা হয় ব্যারিকেড। পাল্টা লাঠিচার্জ পুলিশের। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সুকান্ত নিজেও। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, "এখানে লাঠিচার্জ করে কোনও পুলিশ বাঁচতে পারেনি।সুকান্তর সাফ কথা, "এই ধরনের অসভ্যতা বন্ধ করতে হবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটেশন দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। পুলিশ উস্কানি দিয়ে ঝামেলা পাকানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু পুলিশের লাঠিচার্জের জন্য আমাদের কর্মীরা উগ্র হয়ে উঠেছে। নাহলে আমাদের প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল। আমাদের আক্রোশ ব্যারিকেডের উপর ছিল, পুলিশের উপর কেউ আক্রোশ দেখায়নি।"আগামীদিনেও বাঁচতে পারবে না। সব জায়গায় ব্যারিকেড করে রাখবে, বিজেপির লোকজনের বিক্ষোভ কর্মসূচি করতে দেবে না। এটা কী ধরনের মানসিকতা।"

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতি, মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের প্রতিবাদে এদিন বালুরঘাটে এসডিও অফিস অভিযানের ডাক দেয় বিজেপি। শুরু থেকেই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। বিজেপির অভিযোগ, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করলেও পুলিশ উস্কানি দিয়ে ঝামেলা পাকিয়েছে। সুকান্তর দাবি, পুলিশের লাঠিচার্জে তাঁদের বেশ কিছু কর্মী আহত হয়েছেন।

ভেবেছিলাম রাজ্যপাল আসবেন', ছেলে হারিয়ে আঁচলে চোখ মুছছেন মুর্শিদাবাদে গুলিতে মৃত এজাজের মা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ফরাক্কা: জাফরাবাদে খুন হওয়া বাবা-ছেলের বাড়িতে ঘুরে এসেছেন রাজ্যপাল। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সেখান থেকেই কয়েক কিলোমিটার দূরে মুর্শিদাবাদের অশান্তিতে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারানো এজাজ আহমেদের বাড়িতে শুধুই হাহাকার। রাজ্যপাল সামশেরগঞ্জ গেলেও তাঁদের বাড়িতে গেলেন না কেন?এজাজের দাদার গলাতেও হতাশা ও ক্ষোভের সুর। রাজ্যপাল তো সবার তাহলে তিনি কেন আমাদের বাড়িতে এলেন না প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, "আমারাও আশা করেছিলাম উনি আমাদের বাড়িতে আসবেন। রাজ্যপাল তো কোনও দলের নন, উনি সবার। এই ঝামেলায় ওরা (হরগোবিন্দ দাসের পরিবার) যেমন প্রিয়জন হারিয়েছেন, আমরাও তরতাজা প্রাণ হারিয়েছি। আমরাও দুঃখী। অন্যজনের বাড়িতে গেলেন, আমাদের বাড়িতে আসেননি। এটা আশা করিনি।"সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন এজাজের মা ও দাদা। মায়ের গলায় হতাশা, "ভেবেছিলাম রাজ্যপাল আসবেন। এলেন কই?"

সাজুর মোড়ে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয় হন সুতির কাশিমনগরের বাসিন্দা এজাজ আহমেদ। পরিবারের দাবি, সেদিন মামার বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফেরার সময় গণ্ডগোলের মাঝে আটকে পড়েন পরিযায়ী শ্রমিক এজাজ। কিছু বোঝার আগে গুলি লাগে তাঁর বুকে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে। দু'দিন পর সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

বাড়িতে রয়েছেন বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান। ১৪ মাসের কন্যা সন্তান শৈশবেই পিতৃহারা হয়েছে। বাবা মানারুল শেখ কৃষক। মা সায়েমা বিবি বিড়ি শ্রমিক। রোজগেরে ছেলের মৃত্যুর শোকের মধ্যে তাঁদের চিন্তা সংসার চলবে কী করে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি-দাওয়া জানাতে চান তাঁরা। পুলিশ নিয়মিত খোঁজ রাখছে বলে জানিয়েছে এজাজের পরিবার।

কিন্তু রাজ্যপাল তাঁদের এলাকাতে গেলেও বাড়িতে গেলেন না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সায়েমা । তাঁর কথায়, "রাজ্যপাল আমাদের বাড়ি আসবেন এটা আশা করেছিলাম, কিন্তু আসেননি। আমাদের বাড়ি থেকেও তো তরতাজা যুবক গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "ও বাইরে কাজ করত। তাতেই সংসার চলত। আমার ছেলে তো চলে গেল। ওর সন্তান রয়েছে, বউ রয়েছে। ওরা চলবে কী করে? মুখ্যমন্ত্রী ওঁর সন্তানের দিকে তাকাক।"

শ্রীধাম মায়াপুর ইসকন মন্দিরে চন্দনযাত্রা উৎসব- ২০২৫

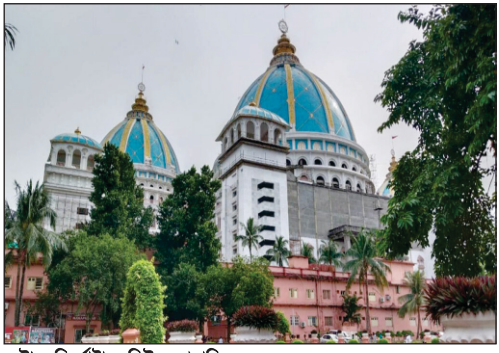

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বৈশাখ মাসের ক্রমবর্ধমান চাঁদের শুভ শুক্লা তৃতীয়াকে অক্ষায় তৃতীয়া বলা হয়।অক্ষয় শব্দের অর্থ হল যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।বৈদিক বিশ্বাস অনুসারে এই পবিত্র তিথিতে কোন শুভকার্য সম্পন্ন হলে তা অনন্তকাল অক্ষয় হয়ে থাকে।এই শুভদিনে জন্ম নিয়েছিলেন বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। বেদব্যাস ও গনেশ এই দিনে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন।এদিনই সত্য যুগ শেষ হয়ে ত্রেতাযুগের সূচনা হয়।এই দিনটি বিশেষ মাহাত্ম্যপূর্ণ।এই দিন থেকে শুরু হয় চন্দনযাত্রা। ভক্তবৎসল ভগবান তাঁর ভক্তের সেবা গ্রহণ করে প্রভূত আনন্দ উপভোগ করেন,সেইজন্য গ্রীষ্মের দাবদাহ থেকে শান্তি দিতে পরমেশ্বর ভগবানের সর্বাঙ্গে চন্দন লেপন করা হয়।বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে, এই বৎসর ৩০ শে এপ্রিল ২০২৫ বুধবার থেকে শুরু হবে চন্দনযাত্রা উৎসব। চলবে ২১ দিন ব্যাপী।বিশ্বব্যাপী ইসকনের প্রতিটি মন্দিরে একযোগে এই উৎসব পালন করা হবে।

প্রায় পাঁচশত বছর আগে, পুরীধামের নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীশ্রীরাধামদন মোহনকে নিয়ে যে চন্দনযাত্রা উৎসব শুরু হয়েছিল; স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে প্রভূত আনন্দ লাভ করেছিলেন।সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে মায়াপুর ইসকনের প্রভুপাদ সমাধি মন্দির পুস্করিণীতে এই উৎসব মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে প্রতি বছর পালন করা হয়। দূর- দূরান্ত থেকে অসংখ্য দেশি-বিদেশি ভক্তের সমাগম হয় মায়াপুর ইসকন মন্দিরে।নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়।রাধামাধবের চন্দন যাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে জাতি-ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত স্তরের মানুষের ভিড়ে যেন মিলন মেলায় পরিনত হয় মায়াপুর ইসকন।একযোগে সামিল হন দেশ- বিদেশ, ধনী-দরিদ্র সহ সমাজের সমস্ত স্তরের জনসাধারণ। প্রতিদিন বিকাল ৫ টায় শ্রীশ্রী রাধামাধবকে চন্দ্রোদয় মন্দির থেকে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয় সমাধি মন্দির পুস্করিণীতে।এই উৎসব চলে প্রতিদিন রাত ৮ টা পর্যন্ত।সুসজ্জিত নৌকায় করে চলে সলিল বিহার,চলে প্রদক্ষিণ, চলে আরতি কীর্তন,ভোগ নিবেদন,ভজন ও নৃত্যগীত এবং সেই সঙ্গে চলে আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ।সমাধি মন্দির এবং পুস্করিণীর চারদিক ফুল ও আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হয় এবং কৃত্রিম ফোয়ারা চালু থাকে। গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ থেকে মুক্ত আকাশে, মুক্ত বাতাসে,শান্তি, স্বস্তি এনে দেয় এই উৎসব সকলের মনে-প্রানে।এই ঐতিহ্যবাহী চন্দনযাত্রায় অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

সিনেমার খবর

স্বামীর প্রতি প্রকাশ্যে প্রেম প্রকাশ ঐশ্বরিয়ার, এড়িয়ে গেলেন অভিষেক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায়

ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চন, বলিউডের অন্যতম আলোচিত দম্পতি। বারবার খবরের শিরোনামে উঠে আসে তাদের ব্যক্তিগত জীবন। গত বছর ছড়িয়ে গিয়েছিল তাদের বিচ্ছেদের খবরও। তবে সেই খবর যে একেবারেই মিথ্যা, তা নিজেরাই প্রমাণ করে দিয়েছেন এই তারকা দম্পতি। একাধিক অনুষ্ঠানে তাদের দেখা গেছে খোশ মেজাজেই। কিন্তু এর মধ্যেই ফের নতুন করে বিতর্ক শুরু।

একটি ভিডিও ঘিরে সমস্যার সূত্রপাত। অভিষেক ও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে দেখা যায় ঐশ্বরিয়াকে।

ভিডিওটি পুরনো হলেও নতুন করে তা ছড়িয়েছে নেটপাড়ায়। ঐশ্বরিয়া সেই ভিডিওতে অভিষেকের প্রশংসা করছিলেন। এমনকি জুনিয়র বচ্চনের প্রতি প্রেমও প্রকাশ পায় ঐশ্বরিয়ার কথায়। কিন্তু অভিষেক নাকি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যান অভিনেত্রীকে। কোনও গুরুত্বই নাকি দেননি তিনি প্রাক্তন বিশ্বসুন্দরীকে।

ঐশ্বরিয়া বলেছিলেন, "এই প্রথম আমার ভালবাসা অর্থাৎ আমার স্বামীর সঙ্গে আমার প্রথম ভ্রমণ। এটা ওর প্রথম বিশ্বভ্রমণ ছিল। এই ভ্রমণের কথা আমার সারাজীবন মনে থাকবে, কারণ আমরা একসঙ্গে গিয়েছিলাম। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার কাছে আরও বিশেষ, কারণ শ্বশুর-শাশুড়িও গিয়েছিলেন।"

ঐশ্বরিয়া যখন অভিষেকের ভূয়সী প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন অভিষেক নাকি নির্বিকার ছিলেন। এই দেখে এক নিন্দুক মন্তব্য করেন, "ঐশ্বরিয়া কত ভাল ভাল কথা বলছে অভিষেকের জন্য। আর অভিষেকের মুখটা দেখুন। নিজেকে কি রাজা ভাবেন? ঐশ্বরিয়ার জন্য খারাপ লাগে।"

আরেক নিন্দুক কটাক্ষের সুরে ভিডিওর মন্তব্য বিভাগে লেখেন, "আরে ভাই, সামান্য হাসতে তো পারেন। এভাবে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকতে আপনাকে কে বলেছে!"

২০০৭ সালে বিয়ে করেন অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া। তার আগে 'গুরু' ছবির শুটিংয়ের সময় থেকে তাদের প্রেম শুরু। ২০১১ সালে তাদের কোলে আসে আরাধ্যা।

জীবনের কঠিন সময়েও পেশাদারিত্বে অটল তামান্না

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া এখন ক্যারিয়ারের এক উজ্জ্বল অধ্যায়ে দাঁড়িয়ে। টলিউড থেকে বলিউড—সব জায়গায়ই দাপটের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে ব্যক্তিগত জীবনে সেই সাফল্যের ছাপ নেই বললেই চলে। সম্প্রতি অভিনেতা বিজয় ভার্মারের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভাঙন নিয়ে বলিপাড়ায় চলছে জোর গুঞ্জন। এর মাঝেই মুক্তি পেয়েছে তামান্না অভিনীত তেলেগু সিনেমা 'ওডেলা ২'-এর ট্রেলার।

মুম্বাইয়ের ঐতিহ্যবাহী গেইটি গ্যালাক্সি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়েছে ছবির ট্রেলার উন্মোচন অনুষ্ঠান। হাড় হিম করা এই ট্রেলারে দর্শকদের সামনে ধরা দিয়েছে এক আধিভৌতিক রহস্যজাল। সংবাদ সম্মেলনে তামান্না মুখ খুললেন তার জীবনের কঠিন সময় নিয়ে।

এক প্রশ্নের জবাবে তামান্না বলেন, 'জীবনের কঠিন সময়ে আমরা প্রায়ই বাইরের অবলম্বনের খোঁজ করি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, আমাদের প্রয়োজনীয় সব উত্তর আমাদের ভেতরেই থাকে। নিজের ভেতরে তাকালেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়।'

ছবির ট্রেলারে দেখা গেছে, তামান্না তন্ত্রমন্ত্রে মগ্ন। এই প্রসঙ্গ টেনে এক পাপারাজ্জি জানতে চান, বাস্তবে কাকে তন্ত্রমন্ত্রে বশ করতে চান তিনি? মজার ছলে তামান্নার জবাব, 'তাহলে তো আপনাকেই করতে হবে! যাতে সব পাপারাজ্জি আমার কথায় ওঠে-বসে।'

প্রথম কিস্তি 'ওডেলা ১'-এর হিন্দি সংস্করণ মুক্তি না পেলেও, দ্বিতীয় কিস্তি হিন্দিতেও আসছে। তামান্নার উপস্থিতি কি এর কারণ? উত্তরে অভিনেত্রী জানান, 'একটা সিনেমা কখনোই একজন মানুষের প্রচেষ্টায় হয় না। এটা পুরো টিমের কাজ। আমি একা কৃতিত্ব নিতে পারি না। দর্শক যদি ছবিটি পছন্দ করেন, তাহলে সামনে আরও পর্ব আনব।'

পরিচালক অশোক তেজা জানান, শুটিংয়ের সময় তামান্না সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চরিত্রে ডুবে ছিলেন—মাছ-মাংস ছেড়ে দিয়েছেন, এমনকি জুতা পর্যন্ত পরেননি। অভিনেত্রী নিজেই জানিয়েছেন, এই চরিত্রে তিনি কোনো মেকআপও করেননি।

ফেলুদার ভূমিকায় ফিরছেন টোটা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী গোয়েন্দা চরিত্র 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' মুক্তির পর শোনা গিয়েছিল ফেলুদাকে ফের পর্দায় আনতে দেরি হবে না। নির্মাতা টিম সেই কথা রেখেছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম আনন্দবাজার লিখেছে, এবার আসছে 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' নিয়ে নতুন সিরিজ। ফেলুদা ভূমিকায় থাকছেন টোটা রায় চৌধুরী; জটায়ু এবং তোপসের হচ্ছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী এবং কল্লন মিত্র।

ফেলুদা নিয়ে চারটি সিরিজ তৈরির পর এই গোয়েন্দাকে নিয়ে আর কোনও নির্মাণে জড়াতে চাইছিলেন না কলকাতার পরিচালক সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তাই এবার পরিচালক বদল। টোটাকে নিয়ে 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' বানাবেন পরিচালক কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়।

তবে এখনও চিত্রনাট্য নিয়ে ঘষামাজা চলছে। এই মুহূর্তে শুটিংয়ের কাজে টোটা মুম্বাইয়ে রয়েছেন। তিনি ফিরলেই পরিচালক চিত্রনাট্য নিয়ে অভিনেতাদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মুখ্য চরিত্রাভিনেতাদের নিয়ে একপ্রস্থ মহড়াও সেরে নেবেন নতুন পরিচালক।

আগামী ২২ এপ্রিল থেকে সিরিজের শুটিং শুরুর প্রাথমিক পরিকল্পনা রেখেছেন কমলেশ্বর। তবে গল্পের প্রয়োজনেই সিরিজের একটা বড় অংশের শুটিং হবে উত্তরবঙ্গে। আউটডোর দিয়েই শুরু হবে দৃশ্যধারণের কাজ।

এর আগে, 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য' দিয়ে সিনেমা বানিয়েছেন সত্যজিৎপুত্র পরিচালক সন্দীপ রায়। ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়া ওই সিনেমায় ফেলুদা হয়েছিলেন সব্যসাচী চক্রবর্তী। আর উপন্যাসটি প্রকাশ হয়েছিল ১৯৭৪ সালে।

আইপিএল মাতালেন ১৪ বছরের সূর্যবংশী

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএল অভিষেকেই চমক দেখালেন মাত্র ১৪ বছর ২৩ দিন বয়সী বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে মাঠে নেমেই প্রথম বলেই ছক্কা হাঁকান তিনি। এই ম্যাচ দিয়েই আইপিএলে সবচেয়ে কম বয়সে অভিষেকের রেকর্ড গড়েন সূর্যবংশী, ভেঙে দেন প্রায়াস রায় বার্মানের আগের রেকর্ড (১৬ বছর ১৫৭ দিন)। অধিনায়ক সাঞ্জু স্যামসনের ইনজুরির কারণে সুযোগ পাওয়া এই বাঁহাতি ব্যাটার শুরু থেকেই ছিলেন আক্রমণাত্মক। প্রথম ওভারের চতুর্থ বলেই এক্সট্রা কভার দিয়ে দুর্দান্ত ছক্কা মেরে জানান দেন নিজের আগমনী বার্তা। ইনিংসে ২০ বলে করেন ৩৪ রান, মারেন ৩টি ছক্কা ও ২টি চার। ইয়াশাসভি জয়সওয়ালের সঙ্গে গড়েন ৮৫ রানের উদ্বোধনী জুটি।

এবারের আইপিএলের নিলামে ৩০ লাখ রুপি ভিত্তিমূল্যে থাকা সূর্যবংশীকে ১ কোটি ১০ লাখ রুপিতে দলে নেয় রাজস্থান রয়্যালস। তার আগে রঞ্জি ট্রফিতে ১২ বছর ২৮৪ দিনে অভিষেক করে হয়েছিলেন প্রতিযোগিতার ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।

সূর্যবংশীর রয়েছে আরও চমকপ্রদ কীর্তি। ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৬২ বলে সেঞ্চুরি করে যুব টেস্টে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরানের রেকর্ড গড়েন তিনি। ওই ম্যাচেই ১৩ বছর ১৮৭ দিন বয়সে শতরান করে ভেঙে দেন বাংলাদেশের নাজমুল হোসেন শান্তর সর্বকনিষ্ঠ সেঞ্চুরির রেকর্ড।

বিহার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলেছেন এক অবিশ্বাস্য ইনিংস—১৭৮ বলে অপরাজিত ৩৩২ রান, যেখানে ছিল ৪৮টি চার ও ১৫টি ছক্কা। তবে স্বীকৃত ক্রিকেটে এখনও নিজেকে মেলে ধরার অপেক্ষায় সূর্যবংশী। প্রথম শ্রেণিতে ৫ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১০০ রান, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে ৬ ম্যাচে করেছেন ১৩২ রান। আইপিএলে এদিন ছিল তার মাত্র দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি ম্যাচ।

রাউন্ড টু-তে দুর্দান্ত বিরাট কোহলিরা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ঘরে বিড়াল, বাইরে বাঘ! ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে নতুন মরসুমে কি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ক্ষেত্রে তাই বলা যায়? পরিস্থিতি যেন তেমনই। আইপিএলের ১৮তম সংস্করণে ঘরের মাঠে এখনও অবধি তিনটি ম্যাচ খেলেছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। হতাশার পরিসংখ্যান। তিন ম্যাচেই হার। অথচ অ্যাওয়ে ম্যাচে সব কটিই জয়। ঘরের মাঠে পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যাটিং বিপর্যয়ের সামনে পড়েছিল আরসিবি। অথচ একদিনের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে সেই পঞ্জাব কিংসকে সহজেই হারাল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ওই যে, ঘরে বিড়াল, বাইরে বাঘ!

ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ! পঞ্জাব কিংসের মুল্লানপুর পর্ব শেষ। পরবর্তী হোম ম্যাচগুলি তারা খেলবে ধরমশালা স্টেডিয়ামে। এ দিন টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন আরসিবি ক্যাপ্টেন রজত পাতিদার। পাওয়ার প্লে-র শেষ দিক থেকেই স্পিনারদের দাপট। পঞ্জাবের দুই ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য ও প্রভসিমরন সিংকে ফেরান ক্রুনাল পান্ডিয়া। প্রভসিমরন ১৭ বলে ৩৩ রান করে। ক্রুনালের পাশাপাশি দুর্দান্ত বোলিং করেন সূয়াশ শর্মাও। শেষ দিকে শশাঙ্ক সিং ও মার্কো জানসেন দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৭ রান করে পঞ্জাব কিংস। ক্রুনাল ও সূয়াশ দুটি করে উইকেট নেন।

বোর্ডে অল্প রানের পুঁজি। তবে আরসিবির ব্যাটিং লাইন আপ যে ভাবে সমস্যায় ফেলেছে, তাতে আতঙ্ক ছিলই। শুরুতেই ফিল সল্টের উইকেট হারায় আরসিবি। বিরাট কোহলি তাড়াহুড়ো করেননি। একটি সাজানো-গোছানো অ্যাঙ্কর ইনিংস খেলার লক্ষ্য নিয়েই যেন নেমেছিলেন। দেবদত্ত পাড়িক্কলের সঙ্গে দৌড়ে ৪ রানও নেন। দেবদত্ত পাড়িক্কল মাত্র ৩৫ বলে ৬১ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলেন। যদিও ম্যাচটা ফিনিশ করে আসতে পারেননি। ক্যাপ্টেন রজত পাতিদারও ১৩ বলে ১২ রানে ফেরেন। তবে বিরাট কোহলির ৫৪ বলে অপরাজিত ৭৩ রানের ইনিংস এবং জীতেশ ৮ বলে ১১ রান করেন। ৭ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে জয়।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR